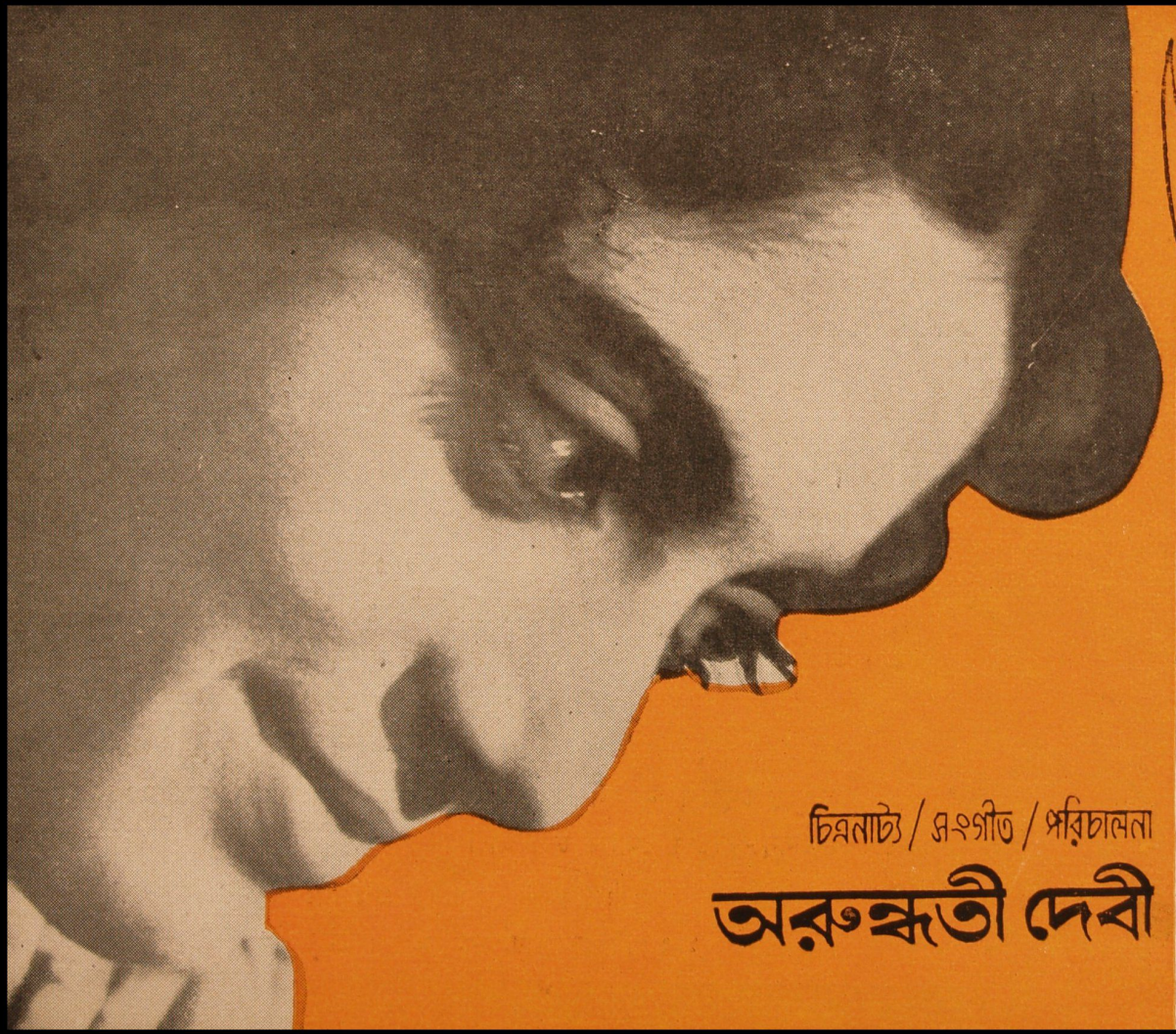

নেপাল দত্ত প্রযোজিত

পূর্ণিমা পিকচার্সের

ছুটি

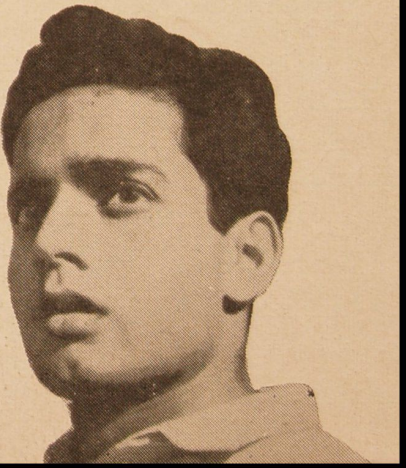

চিত্রনাট্য / সংগীত / পরিচালনা

অরুন্ধতী দেবী

পূর্ণিমা পিকচার্সের

নিবেদন

ছুটি

বিমল করের খড়কুটো অবলম্বনে

চিত্রনাট্য / সংগীত / পরিচালনা

অরুন্ধতী দেবী

প্রযোজনা / নেপাল দত্ত

কাহিনী ও সংলাপ

বিমল কর

('খড় কুটো' অবলম্বনে)

আলোক চিত্র : বিমল মুখোপাধ্যায়

সম্পাদনা : সুবোধ রায়

শব্দগ্রহণ : অতুল চ্যাটার্জী
নৃপেন পাল
ইন্দু অধিকারী

ব্যবস্থাপনা : শান্তিশেখর চৌধুরী

চিত্র পরিস্ফুটন : আর, বি, মেহতা

স্থিরচিত্র : ক্যাপস্ ফটোগ্রাফী

শিল্পনির্দেশনা : কার্তিক বসু

রূপসজ্জা : শক্তি সেন

সংগীতগ্রহণ ও
শব্দ পুনর্যোজন : শ্যামসুন্দর ঘোষ

কর্মসচিব : রতন চক্রবর্তী

প্রচার চিত্রশিল্পী : রণেন আয়ন দত্ত

প্রচার : শৈলেশ মুখোপাধ্যায়

: কৃতজ্ঞতা-স্বীকার :

ডাঃ স্কট ও মিসেস্ স্কট—মৌল পাহাড়ী ক্রিশ্চান হস্‌পিটাল, ডাঃ চ্যাটার্জী—বেনাগাড়িয়া মিশন, সেণ্ট মেরীজ চার্চ, দিনেন গুপ্ত, কুইন অফ পিসচার্চ, ফাদার সুরেরু, গোদরেজ কোম্পানী, চন্দ্রকুমার ষ্টোর্স, হস্‌পিটাল ফর ক্রিপল্‌ড্ চিল্‌ড্রেন্স বনহুগলী, দি সোসাইটি অফ এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিকেল সায়েন্সস্ - ইণ্ডিয়া, জ্যোতি চ্যাটার্জী ।

ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি প্রাঃ লিঃ ও নিউ থিয়েটার্স ১নং ষ্টুডিওতে আর. সি. এ. শব্দযন্ত্রে গৃহীত ।

ঃ সহকারীবৃন্দ ঃ

পরিচালনা : বিবেক বক্সী, পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ আলোকচিত্রে ঃ অমূল্য দত্ত, বীরেন মুখার্জী

শব্দগ্রহণে ঃ রথীন ঘোষ, অনিল নন্দন, রবীন সেনগুপ্ত, বীরেন ॥ সম্পাদনায় ঃ নিমাই রায় ॥ সংগীতগ্রহণ ও

শব্দপুনর্যোজনা ঃ জ্যোতি চ্যাটার্জী ॥ সংগীত পরিচালনায় ঃ অলোক দে ॥ শিল্পনির্দেশনায় : সূর্য চ্যাটার্জী

রূপসজ্জা ও সাজসজ্জা ঃ বিশ্বনাথ দাস ॥ ব্যবস্থাপনায় ঃ বনমালী পাণ্ডে, সতীশ দাস, বাহাদুর

চিত্রপরিস্ফুটন : অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, মোহন চ্যাটার্জী, রবীন ব্যানার্জী, কানাই ব্যানার্জী

ঃ রূপায়ণে ঃ

নন্দিনী, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

রমি চৌধুরী, দেবারতি সেন, দীপালি চক্রবর্তী, টিঙ্কু, নির্মল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

—নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী—

প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়,

চিত্ত মুখোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত

যন্ত্রশিল্পী : এস্রাজ-অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়

(বিশ্বভারতীয় সৌজন্যে)

সেতার—নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়

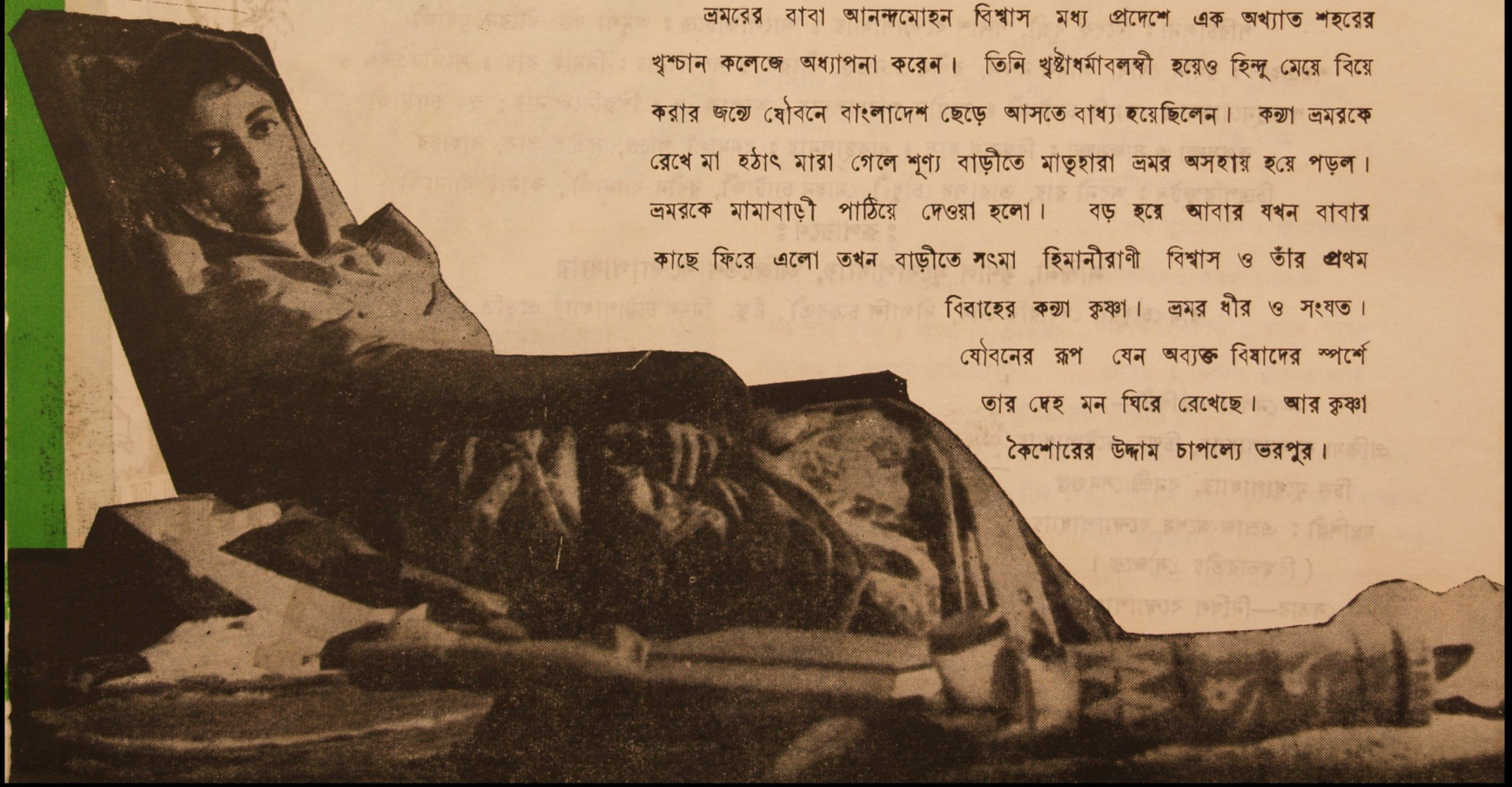

ভ্রমরের বাবা আনন্দমোহন বিশ্বাস মধ্য প্রদেশে এক অখ্যাত শহরের খৃশ্চান কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি খৃষ্টাধর্মাবলম্বী হয়েও হিন্দু মেয়ে বিয়ে করার জন্যে যৌবনে বাংলাদেশ ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। কন্যা ভ্রমরকে রেখে মা হঠাৎ মারা গেলে শূণ্য বাড়ীতে মাতৃহারা ভ্রমর অসহায় হয়ে পড়ল। ভ্রমরকে মামাবাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হলো। বড় হয়ে আবার যখন বাবার কাছে ফিরে এলো তখন বাড়ীতে সৎমা হিমানীরাণী বিশ্বাস ও তাঁর প্রথম বিবাহের কন্যা কৃষ্ণা। ভ্রমর ধীর ও সংযত। যৌবনের রূপ যেন অব্যক্ত বিষাদের স্পর্শে তার দেহ মন ঘিরে রেখেছে। আর কৃষ্ণা কৈশোরের উদ্দাম চাপল্যে ভরপুর।

হিমানীরাণীর কঠোর শাসন ও দৃষ্টিতে ভ্রমরের জীবন শূণ্য ও মমতাহীন মনে হ'ল। একদিন বাড়ীতে নতুন অতিথির আবির্ভাব,—আনন্দমোহনের বন্ধুপুত্র অমল দীর্ঘ ছুটি কাটাতে এলো। অমলের স্বতস্ফূর্ত আনন্দ ও স্বচ্ছন্দ বন্ধুত্বে ভ্রমর সহজ জীবন ফিরে পেলো। পরস্পরকে ভালোবাসলো। হিমানীর কাছে এ মেলামেশা অনুমোদন পায় না। শুধু তাই নয়, ভ্রমরের প্রতি তাঁর দৃষ্টিও যেন স্বচ্ছ নয়।

ধীরে ধীরে অমল আবিষ্কার করে ভ্রমর অসুস্থ, শরীর রুগ্ন। কিন্তু আশার আলো দিয়ে সে ভ্রমরকে সতেজ করে তুলতে চায়। আনন্দমোহনকে ভ্রমরের চিকিৎসা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের শ্রেষ্ঠ পর্ব 'বড়দিন' এগিয়ে আসে। মহামানব যীশুর শুভ জন্মদিনের আনন্দ অমল ও ভ্রমরের মনের মাঝে বুঝি নব-বসন্তের বার্তা নিয়ে আসে। অমলের স্নেহে, মমতায় ভ্রমর যেদিন বাঁচার অর্থ ফিরে পায় সেদিন আসে দুর্দিন। পরিবারের বন্ধু ও ডাক্তার জানিয়ে যান ভ্রমরের দুরারোগ্য ব্যাধি।

জব্বলপুর হালপাতাল,—আনন্দমোহন ও অমল দূরে দাঁড়িয়ে……। মেট্রনের হাত ধরে ভ্রমর হাসপাতালের ভিতর এগিয়ে চলে।

অমলের ছুটি ফুরিয়ে আসে।— ? ? ?

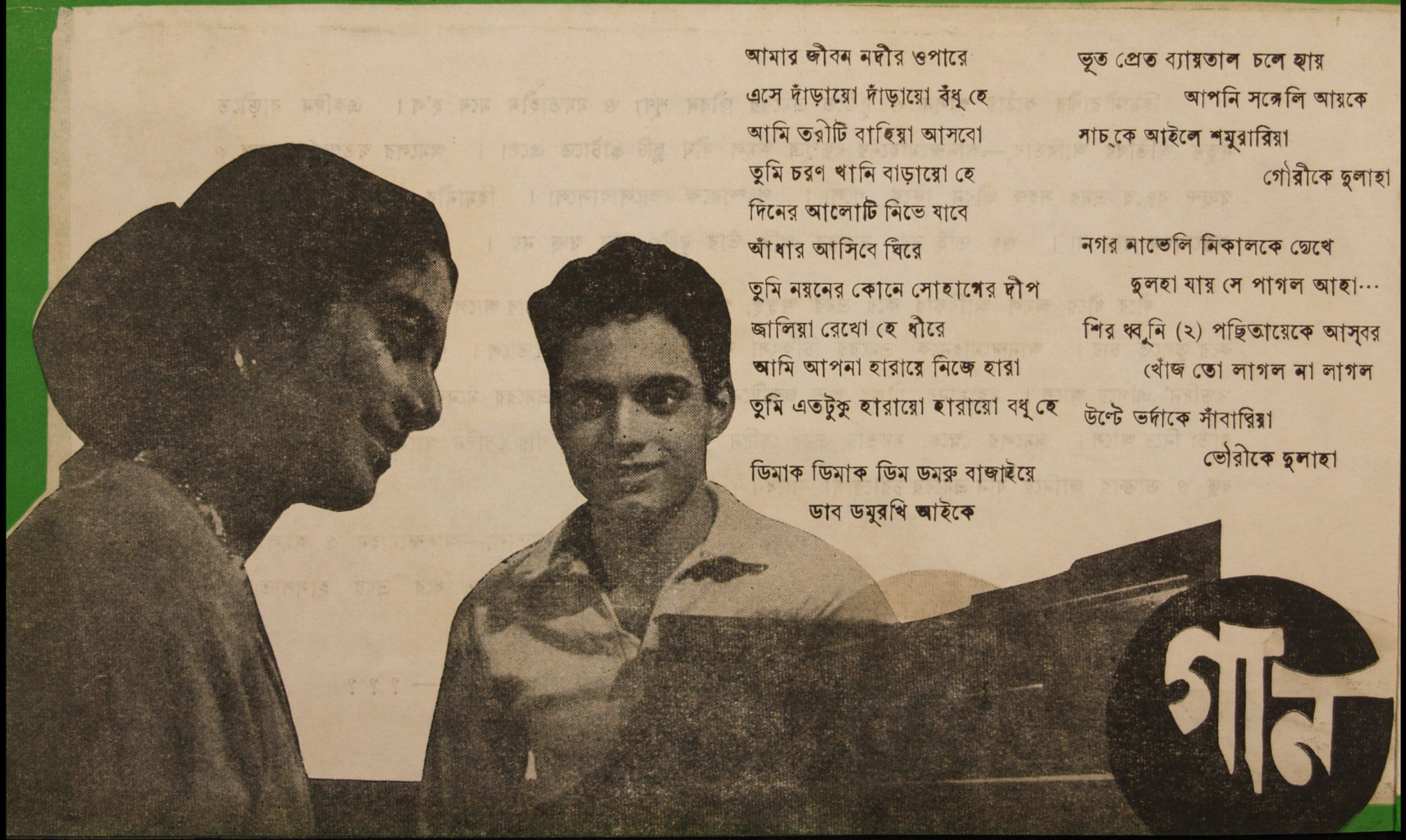

আমার জীবন নদীর ওপারে
এসে দাঁড়ায়ো দাঁড়ায়ো বঁধু হে
আমি তরীটি বাহিয়া আসবো
তুমি চরণ খানি বাড়ায়ো হে
দিনের আলোটি নিভে যাবে
আঁধার আসিবে ঘিরে
তুমি নয়নের কোনে সোহাগের দীপ
জ্বালিয়া রেখো হে ধীরে
আমি আপনা হারায়ে নিজে হারা
তুমি এতটুকু হারায়ো হারায়ো বধূ হে

ডিমাক ডিমাক ডিম ডমরু বাজাইয়ে
ডাব ডমুরখি আইকে
ভূত প্রেত ব্যায়তাল চলে হায়
আপনি সঙ্গেলি আয়কে
সাচ্‌কে আইলে শমুরারিয়া
গৌরীকে হুলাহা

নগর নাভেলি নিকালকে ছেখে
হুলহা যায় সে পাগল আহা…
শির ধ্বুনি (২) পছিতায়েকে আস্‌বর
খোঁজ তো লাগল না লাগল
উল্টে ভর্দাকে সাঁবারিয়া
ভৌরীকে হুলাহা

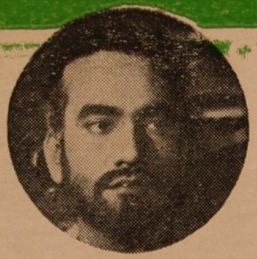

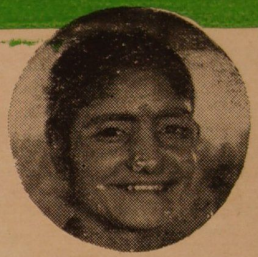

আলোকে মোর চক্ষু দুটি
মুগ্ধ হয়ে উঠলো ফুটি
হৃদ গগনে পবন হ'ল
সৌরভেতে মন্থর
সুন্দর হে সুন্দর
এই লভিনু সঙ্গ তব
পূণ্য হ'ল অঙ্গ মম
ধন্য হ'ল অন্তর
সুন্দর হে সুন্দর
এই তোমারি পরশ রাগে
চিত্ত হ'ল রঞ্জিত
এই তোমারি মিলন সুধা
রইল প্রাণে সঞ্চিত

তোমার মাঝে এমনি করে
নবীন করে লও যে মোরে
এই জনমে ঘটালে মোর
জন্ম জন্মান্তর
সুন্দর হে সুন্দর

রজনী প্রভাত হলো, জাগ, মন বিহঙ্গম।
জাগরিল সর্ব্ব-প্রাণী হেরি ভানু মনোরম।
নাহি আর অন্ধকার হেরি দীপ্তি চমৎকার।
ত্রাণালোকে, মন আমার,
দূর কর পাপ-তমঃ।
কর নেত্র উন্মীলন, হবে শুভ দরশন,
হের মন অচেতন, যীশু-ভানু প্রিয়তম।

প্রভাত বন্দনালয়ে, যীশু-পদে নত হয়ে
পূজ মন এ সময়ে যীশু-পদ অনুপম।

আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা
আমি যে পথ চিনিনা
তোমারি ওপর করিনু নির্ভর
তোমা বই কারও জানিনা
আজ হতে তুমি হৃদয়ের রাজা
তোমারেই আমি করিবগো পূজা
সন্দেহের কণা
কিছু রাখিব না
কারও কথা আমি জানি না
আমারও হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা

অসীম দত্ত
প্রযোজিত
তপন সিংহ
পরিচালিত
প্রিয়া ফিল্মসের
হাটে বাজারে
কাহিনী: বনফুল
GORA
শ্রেষ্ঠাংশে: বৈজয়ন্তীমালা · অশোক কুমার
পরিবেশক : নেপচুন পিকচার্স